সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৪র্থ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা | Vol. 04, Issue 17

January, 2006 | *পৌষ-মাঘ ১৪১২*

হংকং কারাগারে বন্দি ১৪ কৃষকের মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ, ঢাকার মুক্তাঙগনে মানব বন্ধন

অবিলম্বে ১৪ কৃষককে মুক্তি দাও: কৃষক নির্যাতন করে বাণিজ্য আর উন্নয়ন সম্ভব নয়

ধনী দেশের বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফা নিশ্চিত করা আর দরিদ্র দেশের কৃষকের উপর নির্যাতন, এটিই ক্রমশ ডব্লিউটিওর মুল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। হংকংয়ে কৃষকদের শান্তিপুর্ন আন্দোলনে হামলা এবং ১৪ জন কৃষককে এখনও পর্যন্ত বন্দি রেখে ডব্লিউটিও তাই প্রমান করেছে।

হংকং কারাগারে বন্দি ১৪ জানুয়ারি ০৬ মুক্তাঙ্গানে সুপ্র নেতৃবৃন্দ এ কথা মুক্তির দাবিতে সারা আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন বাংলাদেশে সুশাসনের এ মানব বন্ধনের কৃষকের মুক্তির দাবিতে ৯ আয়োজিত মানববন্ধনে বলেন। উক্ত ১৪ কৃষকের পৃথিবীব্যাপী কর্মসূচি পালন করছে। জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) আয়োজন করে।

সুপ্র চীন দুতাবাসের মাধ্যমে হংকং কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দি কোরিয়ান ও অন্যান্য দেশের ১৪ কৃষককে মুক্তি দেবারও আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে স্পেশাল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিজিওন অব হংকং-এর চিফ এক্সিকিউটিভ মি. ডোনাল্ডৎস্যাঙকে চিঠি প্রেরণ করে সুপ্র। চিঠিতে বলা হয়, হংকংয়ে প্রতিবাদ করতে আসা কৃষকরা তাদের বহু বঞ্চনা ও হতাশা থেকে জন্ম নেয়া ক্ষোভ হয়তো প্রদর্শন করেছে কিন্তু তাদের গ্রেফতার করা এবং শারিরীক নির্যাতন করা পৃথিবীব্যাপী দরিদ্র কৃষকের জীবন ও সংগ্রামের উপর আঘাতের সামিল। আপনারা কৃষকদের উপর এ ধরনের নির্যাতন থেকে বিরত থাকুন।

মুক্তাঙ্গানের মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত ১৩-১৮ ডিমেম্বর পর্যন্ত হংকংয়ে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন চলাকালে ১৭ ডিসেম্বর মধ্যরাতে হংকং পুলিশ ১৩০০ এর বেশি আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তাদের অন্যায়ভাবে মারধোর করে এবং হাতকড়া লাগিয়ে ফেলে রাখে। সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর তাদের সকলকে ছেড়ে দিলেও ১৪ জনকে আটক করে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই ১৪ জনের মধ্যে ৯ জন কোরিয়ান কৃষক ও ২ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা , ১ জন জাপানি, ১ জন তাইওয়ানি ছাত্র এবং ১জন চাইনীজ।

বক্তারা বলেন, প্রতিবাদ জানানোর সময় আন্দোলনকারীরা নানাধরনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেছে। মিছিল, সমাবেশ করেছে। কিন্তু তারপরও বহুজাতিক কোম্পানি ও ধনীদেশের আজ্ঞাবহ পুলিশ তাদের ওপর শারিরীক নির্যাতন চালায়, ,মরিচের গুড়া ছিটিয়ে দেয় , কাদাঁনে গ্যাস, রাবাব বুলেট ছোঁড়ে, হংকংয়ের ইতিহাসে যা নজীরবিহীন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনে কখনোই রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, হংকং পিপলস এলায়েন্স এ বন্দিদের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি হংকং সম্মেলন চলাকালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করেছিল।এখন এই সংগঠনটি বন্দিদের মুক্তির লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে দেনদরবার করছে। তাদের আহ্বানে সারা দিয়ে সারা পৃথিবীর ডাব্লিউটিও কার্যক্রম বিরোধি কর্মীরা এ আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশে আমরা এ মানববন্ধনের আয়োজন করেছি।

মুক্তাঙ্গানে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সুপ্র-র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল, প্রদীপের নির্বাহি পরিচালক শাহদাত ইসলাম চৌধুরী মিন্টু, পিপল্স ফোরাম অন এমডিজিস-র সমন্বয়কারী রাজশ্রী গায়েন এবং সুপ্র-র জাতীয় পরিষদের সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী সপ্র-র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মোস্তফা কামাল আকন্দ।

জেলা পর্যায়ে সুপ্র-র মানবাধিকার মোবিলাইজেশন কর্মসুচি

তৃণমুলে মানবাধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করা ও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পরিসরে সংযোগ প্রকল্পের কর্মসুচির অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) জুলাই ২০০৫ থেকে মানুষের জন্য'র সহায়তায় ২৫ জেলায় মানবাধিকার মোবিলাইজেশন কর্মসুচি পরীক্ষামুলকভাবে বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসুচির লক্ষ্য হচেছ, জেলা পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের মানবাধিকার মোবিলাইজেশন সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করা। এ পর্যন্ত মোবিলাইজেশন কর্মসূচির জুলাই - ডিসেম্বর ২০০৫ দুটো কোয়ার্টার শেষ হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ৩য় কোয়ার্টারের কাজ শুরু হয়েছে ।

সুপ্র মনে করে, মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিদ্যমান সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঢাকাভিত্তিক এবং প্রতিবেদনভিত্তিক। তৃণমূলের মানুষ তাদের কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই সুপ্র এমন একটি স্বপ্ন লালন করে যেখানে সমাজের ক্ষমতা কাঠামো হবে দরিদ্র মানুষের পক্ষে এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলো থাকবে এই মানুষগুলোর হাতের নাগালে। মুলত এই বিশ্বাস থেকেই সুপ্র জেলা পর্যায়ে মানবাধিকার মোবিলাইজেশন কর্মসুচি বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসুচি একদিকে যেমন মানবাধিকার রক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগ তৈরি করবে তেমনি স্থানীয় স্টেকহোল্ডারগন তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বুঝতে পারবেন এবং ধীরে ধীরে তারা নিজেদের উদ্যোগেই এই অধিকারবঞ্চিত মানুষের পাশে দাড়াবেন।

সুপ্র ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের মানবাধিকার বিষয়াবলির উপর ওরিযেন্টেশন প্রদান করেছে। ওরিযেন্টেশনে জেলা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। জেলা কমিটির সম্পাদক সংগঠনের কার্যালয় এ কাজের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক সংগঠনের প্রধান নির্বাহি এ সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয় করছেন এবং সুপ্র সচিবালয়ে কোয়ার্টারলি রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন।

এ কাজে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন এবং যারা উদ্যোগী হলে জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হবে সেরকম স্থানীয় ব্যক্তিদের এ কাজে স্টেকহোল্ডার হিসেবে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ। রাজনৈতিক দলের ছাত্র-যুব সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, বর্তমান ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য, সংসদ নির্বাচন ইউনিয়ন পরিসদ নির্বাচনে ও পৌরসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী, স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ, জাতীয় গণমাধ্যমের জেলা প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবি (ব্যবসায়ী, শিক্ষক, আইনজীবি, ডাক্তার) সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় নারী নেতৃত্ব,আদিবাসী সংগঠন ও জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ। এনজিও নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী করছেন সে সব সংগঠনের নির্বাহি প্রধান, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিত্ব যারা মানুষকে সংগঠিত করতে পারেন এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রধানগণ।

সুপ্র সচিবালয় থেকে আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মোস্তফা কামাল আকন্দ এবং কাজী তৌহিদ এলাহি এ কার্যক্রম মনিটরিং করছেন। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০০৬ এর মধ্যে প্রত্যেকটি জেলাকমিটি তাদের কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা,অগ্রগতি, স্টেকহোল্ডাদের অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা বিশ্লেষন নিয়ে জেলা পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করবেন । পরবর্তীতে সুপ্র সচিবালয় থেকে জেলাগুলোর কর্মশালা সমন্বয় করে জাতীয়ভাবে ঢাকাতে একটি কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ওরিয়েন্টেশন

তৃণমূলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইউনিয়ন পরিষদের শালিস উপ-পরিচালনা কমিটি।

তৃণমূলে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারগুলোতে তৃণমূলের মানুষের অভিগম্যতা বাড়ানোর কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর করা ও তার ভূমিকাকে আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৭ ডিসেম্বর ০৫ থেকে শুরু হয়েছে কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক ন্যায় বিচার বিভাগের "ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক শালিশ উপপরিচালনা কমিটির ওরিয়েন্টেশন"। এই ওরিয়েন্টেশন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনাকেন্দ্র ভোলা, কক্সবাজারের ১১টি মডেল ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ পর্যন্ত নীলকমল, টবগী এবং চর কুকরীমুকরী ইউনিয়নের ২৭টি ওয়ার্ডের ওরিয়েন্টেশন সমাপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি ওরিয়েন্টেশনে সংশ্লিষ্ট শালিস কমিটির সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন।

তৃণমূলে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা কোস্ট ট্রাস্টের অন্যতম লক্ষ্য। এবং এ লক্ষ্যেকে সামনে রেখে কোস্ট ট্রাস্ট ভোলা ও কক্সবাজার জেলার ১১টি ইউনিয়নকে মডেল ইউনিয়নকে হিসেবে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এই মডেল ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের শালিশ কমিটিগুলোকে সচল করা এবং কমিটির সদস্যদের ধারনাগত স্বচ্ছতার জন্য তাদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, গণতন্ত্র, পারিবারিক আইন, সর্বজনীন পারিবারিক আইন ও পারিবারিক আদালত, সালিশ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া।

এর আগে ২০০৪-০৫ সালে এই মডেল ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, জন্ম নিবন্ধনসহ অন্যান্য কাজে কোস্ট্র ট্রাস্ট ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছে। এছাড়াকোস্ট্র ট্রাস্ট ভোলা ও কক্সবাজার জেলার সকল ইউনিয়ন পবিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল।

ওরিয়েন্টেশনে সহায়ক হিসেবে আছেন ইমরান কবির, মোফাজ্জেল হক আলামিন, রাশিদা বেগম, রমিজ উদ্দিন, শাহজালাল শামীম, সফিউল্লাহ সবুজ, খায়রুল করিম, এবং আতিকুল ইসলাম। পুরো কার্যক্রমের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন কর্মসূচি সমন্বয়কারী মনির আহমেদ শুভ্র।

ওয়ার্ডভিত্তিক সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা কমিটি গঠন

কোস্ট ট্রাস্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের সহায়তায় ভোলা জেলায় ওয়ার্ডভিত্তিক "সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা কমিটি" গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে কমিটি গঠনের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ০৫ ইউনিয়ন পরিষদে একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমাজের অসহায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাসহ সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা এবং মানুষের মধ্যে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করা এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন। স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখানে কোস্ট ট্রাস্টের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সামাজিক ন্যায় বিচার কর্মসূচির কর্মসূচি সমন্বয়কারী মনির আহমেদ শুভ্র, প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠান বিনির্মান সমন্বয়কারী ইমরান কবির এবং সহ-সমন্বয়কারী রমিজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, ভোলা জেলার ২০০১সালের নির্বাচন পরবর্তীসময়ে সহিংসতা, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং অসহায় মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেশি ঘটেছে। এই ঘটনার পর থেকেই কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সিভিল সোসাইটিকে সাথে নিয়ে এই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা কমিয়ে আনাসহ অন্যান্য সময়ে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কোস্ট ট্রাস্ট মনে করে যে, স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শুধু প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে এগুলো প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ, সচেতনতা তৈরি হওয়া প্রয়োজন। না হলে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

পরিকল্পনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। এবং এর সাথে একটি উপদেস্টা কমিটি থাকবে যারা আহ্বায়ক কমিটির কাজ ফলোআপ করবেন। লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমিকভাবে এই কমিটি গঠন করা হবে। এ পর্যন্ত ২১ জানুয়ারি০৬ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে এবং ২২ জানুয়ারি ৯নং ওয়ার্ডে কমিটি গঠনের কাজ শেষ হয়েছে।

সুশাসন বার্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫
ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত